রাস্তা থাকবে যেখানে, সাইকেল চলবে সেখানে

কলকাতার রাস্তায় সাইকেল, রিক্সা, ঠেলা প্রভৃতি অমোটরচালিত যানের অবাধ ও নির্বিঘ্ন চলাচল চাই, গণপরিবহণ বৃদ্ধি এবং প্রাইভেট মোটরচালিত যানের নিয়ন্ত্রণ চাই

বন্ধুরা

কলকাতা শহরে নির্বিঘ্নে সাইকেল চালাতে চেয়ে আমরা বেশ কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে চলেছি। বিক্ষোভ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, জমায়েত, মিছিল, ডেপুটেশন, সাইকেল যাত্রা, সেমিনার, জনস্বার্থ মামলা, প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমরা প্রশাসন--সরকার--আদালতের কাছে আমদের বক্তব্য জানিয়েছি। কিন্তু তাদের তরফে সাইকেল তথা মোটরচালিত নয় এমন যানবাহনের (রিক্সা, ঠেলা ইত্যাদি) প্রতি অবজ্ঞা আর বঞ্চনার যেন শেষ নেই।

গত বছর আমাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চাপে পড়ে সরকার জানিয়ে দিয়েছিল, কলকাতা শহরে সাইকেল চলাচলের ওপর পুলিশি নিষেধাজ্ঞায় তাদের সম্মতি নেই। আইনগত ভাবে সাইকেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গিয়েছিল, কিন্তু বেআইনিভাবে পুলিশ সাইকেল চালকদের ধরপাকড়, হয়রানি ও জরিমানা জারি রেখেছিল। ফের এবছরের প্রথম দিকে পুলিশ প্রশাসন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায়, ১৭৪টি রাস্তার বদলে ৬২টা রাস্তায় সাইকেলের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হচ্ছে। এবং এর বেশিরভাগই সকাল সাতটা থেকে রাত এগারোটা অবধি। ঠেলা প্রভৃতি অন্যান্য মোটরচালিত নয় এমন যানবাহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আগের মতোই বলবৎ থাকে।

সাইকেল, রিক্সা, ঠেলার গুণ

কিন্তু সাইকেল, ঠেলা, রিক্সা -- এসবের গুণ বলে শেষ করা যাবে না। আমাদের শহরের প্রায় সমস্ত বাজারগুলি এগুলোর ওপর নির্ভরশীল। সাইকেল ঠেলা রিক্সা ছাড়া দোকান বা বাড়ির দোরে মাল/বাজার নিয়ে আসবে কে? সাইকেলে যদি বই-খাতা-চিঠি-দুধ-খাবার-পাউরুটি ইত্যাদির বহন খরচ হয় একটাকা, তাহলে মোটরচালিত যেকোনো গাড়ির ক্ষেত্রে তা হবে ন্যুনতম তিনটাকা, অর্থাৎ তিনগুন। বাড়ি থেকে গন্তব্যে রুগী/বৃদ্ধবৃদ্ধা/শিশু/আসন্ন প্রসবা-দের বহনে রিক্সার বিকল্প নেই। কিন্তু বড়ো রাস্তায় রিক্সা নিষেধ হয়ে যাওয়াতে বেশিরভাগ সময়তেই তাদের এখন রিক্সা থেকে নেমে বাস ট্যাক্সি ধরতে হচ্ছে।

শুধু কি তাই? সাইকেল চালালে স্বাস্থ্য ভালো থাকে, বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি মুক্ত থাকা যায় -- এসব কথা তো আজ বড়ো বড়ো ডাক্তাররাও বলছে। সাইকেল, রিক্সা, ঠেলা নিজে কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দূষণ ঘটায় না। এমনকি ব্যাটারি চার্জ দিতে গিয়ে কোনো বিদ্যুৎ খরচও করে না। সত্যিকারের পরিবেশ বান্ধব যান বলেই সারা পৃথিবী জুড়ে আজ সবাই সাইকেলের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। বিদেশে বহু শহরে মোটরগাড়ি ব্যবহার কমানোর জন্য বন্দোবস্ত করছে নানাবিধ।

মোটরগাড়ি সমস্যা

অথচ আমাদের শহরের প্রশাসনের গতি যেন উল্টোমুখী। অতি সম্প্রতি বিভিন্ন রাস্তার ধারের ফুটপাথ কেটে গাড়ি চলাচলের জন্য রাস্তা চওড়া করা হয়েছে। একেই তো দশ ফুট রাস্তার আট ফুট মোটরগাড়ির জন্য বরাদ্দ, বাকিটুকুতেও পড়ছে কোপ। বেহালার জেমস লঙ সরণী বরাবর প্রায় ৬০০টি গাছ কেটে সেখানে প্রাইভেট গাড়ি পার্কিং-এর সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। পুরোটাই বেআইনি। সরকারের উপভোক্তা বিভাগ রাস্তার মাঝে মেলা বসিয়ে গান বেঁধে লোককে ডেকে ডেকে মোটরগাড়ির ড্রাইভিং লাইসেন্স বিলি করছে। অথচ আমাদের শহরের মতো জনবহুল একটি স্থানে, যেখানে রাস্তার পরিমাণ এমনিতেই কম -- সেখানে প্রাইভেট গাড়ির ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করার কথা নীতিগতভাবে স্বীকার করেছে রাজ্য প্রশাসন থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারকরা। গণপরিবহনে জোর দিয়ে সরকারি বাসের পরিমাণ বাড়ানোর অতিসাম্প্রতিক প্রয়াসের মধ্যে তার ইঙ্গিত রয়েছে। আর মোটরগাড়ির ধোঁয়ায় হওয়া বায়ুদূষণের থেকে ফুসফুসের বিভিদ রোগের কথা আর নাই বা বললাম। ফুসফুস বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কলকাতা ফুসফুস ক্যানসারের রাজধানী হতে চলেছে।

সাইকেল লেন

আগে কলকাতা পুলিশ সাইকেল নিষেধের পেছনে যুক্তি দিয়েছিল -- সাইকেলের জন্য দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু তাদেরই পরিসংখ্যান, যা আমরা আরটিআই করে পেয়েছি -- তাতে স্পষ্ট দেখাচ্ছে -- সাইকেলের জন্য দুর্ঘটনার পরিমাণ সবচেয়ে কম। মোটরগাড়িই দুর্ঘটনা ঘটায়। তারপর তারা যুক্তি দিয়েছিল -- সাইকেল ধীরগতির যান, তা রাস্তায় চললে অন্যান্য দ্রুতগতির যানের গতি কমে যায়। আমর সমীক্ষা করে দেখিয়ে দিয়েছি -- কলকাতা শহরের গড় গতি কোথাওই ঘন্টায় ১২-১৫ কিমির বেশি নয়। তার তুলনায় সাইকেলকে কি করে ধীরগতির যান বলা যায়? বস্তুত, সকালে বা সন্ধ্যেয় ঠিকসময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে সাইকেলের জুড়ি নেই। সাইকেল যারা ব্যবহার করে, তারা একথা ভালোই জানে। এরপর যুক্তি দেওয়া হলো, সাইকেল চালকদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই

নাকি সাইকেল নিষেধ করা হয়েছে! সাইকেলের নিরাপত্তার জন্য তো আলাদা লেন করা দরকার যেখানে মোটরগাড়ি ঢুকবে না!

যাই হোক, ইদানিং আর এসব যুক্তি দিচ্ছে না পুলিশ প্রশাসন। গত মার্চ মাসে নয়া বিজ্ঞপ্তিটি কলকাতা পুলিশ দেয় রাজ্য সরকারের মোটর ভেহিকলস অ্যাকট-এর একটি ধারায়। সেই ধারায় বলা আছে, বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাস্তার বন্দোবস্ত করতে পারে প্রশাসন। এই ধরনের ধারা সাধারণত ব্যবহার করা হয় মোটরচালিত গাড়ি এবং অমোটরচালিত যানবাহন -- এদের জন্য পৃথক রাস্তার ব্যবস্থা করার জন্য। এভাবেই বিদেশে তো বটেই, আমাদের দেশেরও দিল্লি, চণ্ডীগড়, পুনে, চেন্নাই প্রভৃতি শহরে -- এমনকি আমাদের কলকাতারই সংলগ্ন রাজারহাট নিউটাউনেই রাস্তা পৃথকীকরণ করা হয়েছে। তৈরি হয়েছে সাইকেল লেন, অমোটরচালিত যানবাহনের লেন। সেখানে মোটরচালিত গাড়ি যেতে পারে না। আমাদের কলকাতা শহরের গা ঘেঁষে যাওয়া ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসে যে নয়া রাস্তা 'বাস র‍্যাপিড ট্র্যানজিট সিস্টেম' করিডোরেও থাকছে সাইকেল লেন।

কিন্তু কলকাতা শহরের জন্য কলকাতা পুলিশ প্রশাসন যে বন্দোবস্ত করেছে তা এক্কেবারে বিপরীত। প্রথমত, এখানে ৬৬টা রাস্তাকে দেগে দেওয়া হয়েছে -- সেখানে সাইকেল চলতে পারবে না। মোট ১৭৪টা রাস্তায় ঠেলা, ভ্যান চলবে না। কিন্তু বলে দেওয়া হয়নি, তাহলে তারা যাবে কোথা দিয়ে। এবং এই রাস্তাগুলির মধ্যে অনেকগুলিরই কোনো সমান্তরাল রাস্তা নেই। যেমন দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট রোড সাউথ ফ্লাইওভারে (গোলপার্ক -- ঢাকুরিয়া সংযোগকারী রাস্তা) সাইকেল নিষেধ। কিন্তু এর কোনো সমান্তরাল রাস্তা নেই। বেহালায় ডায়মন্ড হারবার রোড এবং তার সমান্তরাল রাস্তা জেমস লঙ সরণী -- দুটিতেই সাইকেল নিষেধ। এছাড়াও বেশ কিছু সমান্তরাল রাস্তা একমুখী বা পরিভাষায় ওয়ান ওয়ে। দ্বিতীয়ত, এই সমস্ত সমান্তরাল রাস্তাগুলি কোনোটাই সাইকেল লেন নয় -- সেগুলোর ওপর দিয়ে দিব্যি মোটরগাড়ি চলে। অনেকগুলির সমান্তরাল রাস্তা প্রাইভেট গাড়ির স্বর্গ -- শুধু তারা ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতই করে না -- ওইসব রাস্তাগুলিকে ব্যবহার করা হয় দিনে রাতে প্রাইভেট গাড়ি পার্ক করে রাখার জন্য। অর্থাৎ বাস্তবত ট্র্যাফিক পৃথকীকরণের ধারা ব্যবহৃত হয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে সাইকেল, রিক্সা, ঠেলা প্রভৃতি অমোটরচালিত যানের ওপর। মোটরচালিত যান মুক্ত বিহঙ্গ। তৃতীয়ত, আমাদের এখানে সাইকেল ব্যবহার করেই খবরের কাগজ, দুধ, ওষুধ, দোকান সামগ্রী, চিঠিপত্র প্রভৃতি ডেলিভারি করা হয়। রং মিস্ত্রী থেকে শুরু করে পাইপমিস্ত্রি, পুরোহিত, মাছের দোকানি -- সব্বাই সাইকেল ব্যবহার করেন। যে রাস্তাগুলোতে সাইকেল নিষেধ করা হয়েছে -- সেসব রাস্তায় রয়েছে বহু দোকান, অ্যাপার্টমেন্ট এবং বসতবাটি। সেসব জায়গাতেও সকাল থেকে সন্ধ্যে সাইকেলে করেই এসব পৌঁছে দেওয়া হয়। তবে কি ওইসব জায়গায় এসব ডেলিভারি বন্ধ করার পরামর্শ দিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন?

তাই আমরা ফের আন্দোলনে নামতে বাধ্য হচ্ছি।

আমরা মনে করি, কলকাতা শহরের কোনো রাস্তাকেই সাইকেলের জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া বাস্তবসম্মত নয় -- কোনো রাস্তাতেই সাইকেল নিষেধ করা চলবে না। সাইকেল রিক্সা ঠেলা ভ্যান প্রভৃতি অমোটরচালিত যানের চলাচলকে সংকুচিত করা চলবে না, বরং প্রসারিত করতে হব। সেই লক্ষ্যে চওড়া রাস্তাগুলিতে একটি করে সাইকেল লেন রাখতে হবে -- যা মোটরচালিত যানবাহনের জন্য নিষিদ্ধ। সমস্ত ক্রসিং-এ সাইকেল পারাপার হওয়ার সুবন্দোবস্ত রাখতে হবে। বড়ো রাস্তার সমান্তরাল ছোটোরাস্তাগুলিতে, যেগুলির বেশিরভাগেই কোনো ফুটপাথ বলে কিছু নেই, সেখানে প্রাইভেট মোটরচালিত যানের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে -- যাতে সাইকেল-রিক্সা-ঠেলা এবং পথচারীরা সেখানে নির্বিঘ্নে চলতে পারে। যত্রতত্র প্রাইভেট গাড়ি পার্কিং কড়া হাতে বন্ধ করতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত নিতে হবে। নাহলে আমাদের শহরে শিশু বৃদ্ধবৃদ্ধা সন্তানসম্ভবা মহিলা তো বটেই, এমনকি সবল মানুষদেরও জীবনহানির আশঙ্কা। মোটরগাড়ি দূষণে আমাদের ফুসফুস ঝাঁঝরা হয়ে চলেছে প্রতিদিন। ফুসফুস বাঁচানোর জন্য আমরা সিগারেট নিষেধ করেছি জনবহুল স্থানে, কিন্তু মোটরগাড়ির ধোঁয়াতে আমি আপনি সবাই সমানভাবে আক্রান্ত। তার বেলা?

গাড়িদূষণ থেকে বাঁচার জন্য, সাইকেল সহ অমোটরচালিত যানবাহনগুলিকে আমাদের জীবনযাপনের অঙ্গ করে তোলার জন্য, সাইকেল-রিক্সা-ঠেলার ওপর নির্ভরশীল এই শহরের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের সাথে প্যাডেল মিলিয়ে আপনিও আসুন --- এই শীতকালে ফের একদিন সারা কলকাতা জুড়ে সারা দিন ধরে সাইকেল চালাই।

প্রস্তাবিত @ সারা কলকাতা চক্রাকার সাইকেল র‍্যালি @ ১৮ জানুয়ারি ২০১৫ রবিবার সারাদিন
@ সকালে তারাতলা থেকে শুরু করে সন্ধ্যেয় তারাতলায় শেষ @ সঙ্গে প্রদর্শনী, আড্ডা, আলোচনা

যোগাযোগ : রঘু জানা (9477355084), শ্রীমান চক্রবর্তী (9804954937), রঘুনাথ ভট্টাচার্য (9163021332), বিশ্বজিৎ পাল (9477331340), অসীম বড়াল (8420104759), তুষারকান্তি প্রামাণিক (9433342639), মৈনাক (8961485933), আবদুর রশিদ (9903906330), অমরদীপ (9674137339)

প্রস্তাবক কলকাতা সাইকেল আরোহী অধিকার জীবন ও জীবিকা রক্ষা কমিটি, কলকাতা সাইকেল সমাজ, সুইচ অন, যুব ভারত, পিডিএসএফ, সংবাদমন্থন, স্বয়ংনিযুক্তি, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী ইত্যাদিরা। ১৫ নভেম্বর।